অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তি বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ থেকেও অবসর-কালীন ভাতা পাবেন

আতিকুর রহমান: স্বাধীনতা পূর্বে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে বাংলাদেশীদের তেমন স্থায়ী বসবাস ছিল না বললেই চলে। উচ্চ শিক্ষার্থে অনেক ছাত্র এ দেশে এসে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এর সংখ্যা ছিল খুবই কম। সিডনীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটকে নারী চরিত্রে পুরুষকে অভিনয় করতে হত। অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশীদের অন্যতম ক্যাপ্টেন কুক হিসেবে পরিচিত ড. মোখলেছুর রহমান এ কথা জানিয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে এ দেশে বাংলাদেশীদের বসবাসও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সিডনীসহ সারা অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশীদের সংখ্যা কত তা সঠিক কোন তথ্য না থাকলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এ সংখ্যা ৫০ হাজারের উপরে। সত্যি কথা বলতে, এখন আর পুরুষকে নারী চরিত্রে অভিনয় করতে হয় না বরং অনেক নাটক নির্মাতা এখানে দেশের জন্য নাটক নির্মাণ করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিটি সেক্টরে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, প্রিন্ট/ই মিডিয়া, গ্রোসারিস সপ, পেশাজীবীদের ব্যবসা-বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলি। সংগঠনগুলি নিজেদের কর্মতৎপরতা নিয়েই মূলত: ব্যস্ত। এখানে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। কমিউনিটির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা একটি বাংলাদেশী কমিউনিটি হল, অস্থায়ীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত, ছাত্রদের বিভিন্ন সহায়তা, নতুন স্থায়ী অভিবাসনদের প্রাথমিক সহায়তায় কারও তেমন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। আজকে কমিউনিটির সামনে এ গুলি তুলে ধরা আমার মূল বিষয়বস্তু নয়। আজকে বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ানদের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া আমাদের সকলের উচিত। আর তা হল "অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তি"। এ বিষয়বস্তুটি কমিউনিটিতে নজরে আসার উদ্যোগ নেন আবুল সরকার। সম্প্রতি এ চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য গঠিত হয়েছে "অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তি সার্পোট গ্রুপ"। একটি আহ্বায়ক কমিটির

ছবি: সার্পোট গ্রুপের প্রতিনিধি ফেডারেল নির্বাচনের সময় ফেডারেল ও ষ্ট্রেষ্ট এম.পিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ।

গঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক কর্ম শুরু হয়েছে। ড. আনিছুল আফছারকে আহ্বায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অন্যান্য সদস্যরা হলেন আবুল সরকার, আজম সরদার, সাদেকুর রহমান, খাজা আবদুস সাত্তার, আতিকুর রহমান, আবদুস সোবান ও জাকির হোসেন। সার্পোট গ্রুপ এ চুক্তি বাস্তবায়নে অতি স্বল্প সময়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

প্রস্তাবিত অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তিটি কি:

মূলত: অস্ট্রেলিয়ার সোশ্যাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা অন্যান্য উন্নত দেশের থেকে একটু ভিন্ন। এ দেশে সরকার নাগরিকদের বেকার ভাতা ও অবসর-কালীন ভাতাসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ অর্থ সরকার তার সাধারণ তহবিল থেকে প্রদান করে থাকেন যা এ দেশের নাগরিক অধিকার। ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যান সার্ভিসেস এ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে থাকে।

এখানে যে সব বাংলাদেশী বসবাস করছেন গত আদমশুমারির তথ্য মতে প্রায় চল্লিশ হাজারের উপরে বাংলাদেশী বাস করছেন। এ সংখ্যার প্রায় চল্লিশ ভাগ পঞ্চাশ বয়সের কাছাকাছি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশীদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সোশ্যাল সিকিউরিটি নিয়মানুযায়ী অবসর ভাতা পেতে হলে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করতে হবে। অর্থাৎ কেউ বাংলাদেশে গিয়ে বসবাস করলে এ ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ আমাদের অনেকেই অবসর-কালীন সময়টা নিজ দেশে আত্মীয়-স্বজনের সাথে বসবাস করতে ইচ্ছুক। এতে করে জীবন যাত্রার ব্যয়ও কমে যায়। অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তিটি হলে কেউ বাংলাদেশে থাকলেও অবসর-কালীন ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

এ চুক্তির মূল কথা হল-যদি কোন বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক অবসর কালে বাংলাদেশে বাস করেন, সে ক্ষেত্রে সে বাংলাদেশ থেকেও পেনসনের ভাতা উত্তোলন করতে পারবেন। পৃথিবীর মাত্র ২৯টি দেশের সাথে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তি রয়েছে। অনেক দেশ এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, গ্রিস, আমেরিকা, কোরিয়া, কানাডা, সাইপ্রাস, চিলি, জাপান, মাল্টা, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, স্পেন, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, ন্যাদারল্যান্ড, জার্মানি, ফিনল্যান্ড প্রমুখ দেশের সাথে এ চুক্তি ইতিমধ্যেই সম্পাদন হয়েছে। ভারতসহ অনেকগুলি দেশের সাথে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়ন অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও জোড় লবিং এর ব্যাপার জড়িত রয়েছে। সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানেরও ব্যাপার রয়েছে এখানে। এখন প্রশ্ন হল চুক্তিটি বাস্তবায়ন করবে কে? এ চুক্তি বাস্তবায়ন হবে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে। অতএব দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি করবে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তি সার্পোট গ্রুপ। তবে এ

গ্রুপকে কমিউনিটির সর্বস্তর থেকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করলেই এ চুক্তি বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। এর সুফল ভোগ করবে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসরত সকল বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক।

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি চুক্তি বাস্তবায়নে আবুল সরকার কমিউনিটিতে জনমত তৈরির শুরু প্রাথমিক প্রক্রিয়া করেছিলেন।